দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 JUN 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন গুরুত্ব পেল শিক্ষানীতিতে

অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে সরকার

রিয়াজ চৌধুরী

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের বিধান রেখে বহুল প্রতীক্ষিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর খসড়া গতকাল অনুমোদন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে অনুমোদন পাওয়া এই শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে নবম থেকে করা হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এতে প্রাথমিক স্তরে থাকবে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে অনুষ্ঠিত হবে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা। আগের মতোই হবে এসব পরীক্ষা। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এসব পরীক্ষাও আগের মতোই হবে বলে শিক্ষামন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

ওলামা-মাশায়েখের সুপারিশ নিয়েছি -শিক্ষামন্ত্রী

জানা যায়, প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সুশৃংখলতা আনার লক্ষ্যে একটি অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামিক আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে সরকার। মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর।

মন্ত্রিসভায় নতুন শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তার নিজস্ব কার্যালয়ে সাংবাদিকদের জানান, আমার ১৪ বছরের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এর আগে আওয়ামী লীগের সময় সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে

পৃঃ ১২ কঃ ৪

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিলাম। তখন এ নীতি করার দায়িত্বে ছিলাম। মন্ত্রিসভায় শিক্ষানীতির প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। এর মূল উদ্যোক্তা হিসেবে আমরাও আনন্দিত। নতুন শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে মন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ ভুল। জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা এ নীতি চূড়ান্ত করার আগে ওলামা ও মাশায়েখদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুপারিশ নিয়েছি। তাদের মতামত নিয়েই এ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে তাঁরা কোন ইসলামবিরোধী কিছু পাননি। তিনি বলেন, যারা এতদিন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, এখন আর তারাও কোন অভিযোগ করবেন না। যদি কেউ অভিযোগ করে, তবে বুঝতে হবে তারা অজ্ঞ। তারা না জেনেই এর বিরোধিতা করবে। নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, নতুন নীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনায় একটি মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অনুমোদনকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনায় ওইসব মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে। এ শিক্ষা কিভাবে চলবে, তারাই তার নীতি প্রণয়ন করবে। তিনি বলেন, এটা কোন দলীয় শিক্ষানীতি নয়, জাতীয় শিক্ষা নীতি। পর্যায়ক্রমে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হবে। এ নীতিতে 'সেক্যুলার' শব্দটি বাদ দিয়ে 'অসাম্প্রদায়িক' ব্যবহার করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রণালয় ও মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। একটি নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে একটি অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামিক আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে ডিগ্রির সমতা সরকার নির্ণয় করবে বলে শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিক্ষার সকল স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা তদারকি, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত স্থানীয় জন-তদারকি, পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যান্য ধারার মত একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ইবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায়ে ইংরেজি, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা দেশে ও বিদেশে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাপেক্ষে ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী, আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরো সুসংগঠিত ও কার্যকর করার বিষয়টিও রয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সংবিধান ও মানুষের চেতনার আলোকে এই শিক্ষানীতি করা হয়েছে। শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়ন করার পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা যাচাই-বাছাই করেছে। সাধারণ জনগণের মতামত নেয়া হয়েছে। এ নিয়ে ৩৯টি সেমিনার করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতিতে সব ধারার পাঠ্যসূচিতে কিছু অতিরিক্ত বিষয় বাধ্যতামূলক, একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন এবং একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থাৎ আদিবাসীসহ সকল জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধীসহ সকলকে শিক্ষার আওতায় আনা হবে। শিক্ষা হবে দেশে বিরাজমান আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও নৈতিক শিক্ষা জোরদার করা হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পেশায় বিভিন্ন পর্যায়ের দক্ষতা সৃষ্টির পদক্ষেপ নেয়া হবে। জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ মানের গবেষণার ওপর জোর দেয়া হবে। এ শিক্ষানীতি দেশে গণমুখী, সুষম, সার্বজনীন, সুলভ, সুপরিকল্পিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রূপরেখা হিসেবে কাজ করবে।

প্রসঙ্গত বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা প্রথমে ১৬ জন থাকলেও পরে দুজনকে কো-অপ্ট করা হয়। কমিটিকে তাদের প্রথম সভার দিন থেকে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হলেও অনুমতি সাপেক্ষে এক মাস সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। বেশকিছু সভা ও বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করে কমিটি এ প্রতিবেদন তৈরি করে। এটি পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে দেশের এই দশম শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে কো-চেয়ারম্যান ছিলেন অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সদস্য সচিব নায়েমের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) শেখ একরামুল কবীর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহম্মদ আফজাল ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর সাদেকা হালিম, ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ড. ফকরুল আলম, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. জারিনা রহমান খান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শাহীন কবির, ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, শিক্ষক নেতা প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমদ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা প্রফেসর এবিএম সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো: সিরাজ উদ্দিন আহমদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো: আবু হাফিজ এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপাল এমএ আউয়াল সিদ্দিকী।